TRANSLATION DEPARTMENT
(DAWAT-E-ISLAMI)

সাপ্তাহিক পুস্তিকা: ৪৭৪
WEEKLY BOOKLET:474

আমীরে আহলে সুন্নাতের ১৯৮৯ সালের (প্রায় ৩৮ বছর আগের) বয়ান

বেয়াদবির শাস্তি

ওলী বিদ্বেষী পাগল হয়ে গেল... ০৬
সম্পদের কারণে মৃত্যুর সময় দুটি বিপদ ১১
ওলী ও আলিমকে পরীক্ষা করার জন্য প্রশ্ন করা কেমন? ০৭
গাউসে পাক এর বাণী ১৬

শায়খে তরীকত, আমীরে আহলে সুন্নাত,
দা'ওয়াতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল
মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰی خَاتَمِ النَّبِیّٖنَ ط

اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّیْطٰنِ الرَّجِیْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ط

বেয়াদবির শাস্তি(১)

আত্তারের দোয়া: হে আল্লাহ পাক! যে কেউ এই পুস্তিকা **"বেয়াদবির শাস্তি"** পড়ে বা শুনে নিবে, তাকে এবং তার ভবিষ্যত প্রজন্মকে আউলিয়ায়ে কেরামের বেয়াদবি এবং বেয়াদবির কুফল থেকে নিরাপদে রাখো, তাকে এবং তার মা-বাবা ও পরিবারসহ সবাইকে বিনা হিসাবে ক্ষমা করো।

اٰمِین بِجَاہِ خَاتَمِ النَّبِیّٖن صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم

দুরুদ শরীফের ফযিলত

নবী করীম صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: অধিকহারে আল্লাহ পাকের যিকির করা এবং আমার উপর দরুদ শরীফ পাঠ করা দরিদ্রতাকে দূরীভূত করে দেয়। **(আল ক্বওলুল বদী, পৃ: ২৭৩)**

صَلُّوْا عَلَی الْحَبِیْب ❀❀❀ صَلَّی اللّٰہُ عَلٰی مُحَمَّد

১. এই বয়ানটি শায়খে তরীকত, আমীরে আহলে সুন্নাত, দাওয়াতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী যিয়ায়ী دَامَتْ بَرَکَاتُہُمُ الْعَالِیَہ ১৪১০ হিজরীতে ১৬ই নভেম্বর ১৯৮৯ সালে আশিকানে রাসূলের সুন্নাতে ভরা ইজতিমা কাকরী গ্রাউন্ড করাচিতে করেছিলেন, যেটাকে আল মদীনাতুল ইলমিয়ার "বয়ানাতে আমীরে আহলে সুন্নাত" বিভাগ সংকলন করে।

বেয়াদবির শাস্তি

হযরত আবু সাঈদ আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ তামিমী শাফেয়ী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ ৫৮০ হিজরীতে দামেস্কের জামে মসজিদে নিজের ঘটনা বর্ণনা করেছেন: আমার এক সহপাঠি, যার নাম ছিল ইবনে সাকা, আমাদের উভয়ের মাঝে বন্ধুত্ব ছিল এবং আমরা মিলেমিশে সবক মুখস্ত করতাম, আমরা বাগদাদ শরীফে এক বুযুর্গের খ্যাতি শুনলাম যাকে সেই যুগের গাউস মানা হতো, তাঁর প্রসিদ্ধ কারামত ছিল এটাই যে, তিনি যখন ইচ্ছা তখন প্রকাশ হতেন এবং হঠাৎ বসা অবস্থায় দৃষ্টি থেকে অদৃশ্য হয়ে যেতেন। আমরা মিলে তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করার ইচ্ছা পোষণ করলাম, ওই সময় শায়খ আব্দুল কাদির জিলানী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ ও আমাদের সহপাঠি ছিলেন, তিনি বললেন: আমিও তোমাদের সাথে যাবো। ইবনে সাকা বলল: তাঁকে অনেক বড় গাউস হিসেবে মানা হয় কিন্তু আমি তাঁকে এমন একটি প্রশ্ন করবো তিনি জবাব দিতে পারবেন না। আমি (অর্থাৎ আবু সাঈদ আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ) বললাম: আমিও খুব কঠিন প্রশ্ন করবো দেখি তিনি কী জবাব দেন, কিন্তু শায়খ আব্দুল কাদের জিলানী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ আমাদের উভয় থেকে ভিন্ন কথা বললেন: তিনি বললেন: আমি কোন প্রশ্ন করবো না কেননা বুযুর্গদের সামনে কথা বলতে হয় না বরং শুধুমাত্র তাঁর সাথে সাক্ষাত করবো। আমরা তিনজন আপন আপন নিয়ত নিয়ে তাঁর দরবারে উপস্থিত হয়ে গেলাম, তিনি তাঁর আসনে (SEAT) উপস্থিত ছিলেন না, আমরা সেখানে বসে গেলাম, হঠাৎ তিনি তাঁর আসনে উপস্থিত হয়ে গেলেন এবং খুব রাগান্বিত দৃষ্টিতে ইবনে সাকাকে দেখলেন এবং বললেন: তুমি এমন প্রশ্ন করতে চাচ্ছো যেটার জবাব আমি দিতে পারবো না, শোনো! তোমার প্রশ্ন হলো এটা আর সেটার জবাব হলো এটা, যেহেতু তিনি অন্তরদ্রষ্টা

ছিলেন, ইবনে সাকা তার প্রশ্ন করার পূর্বেই তিনি তার প্রশ্নও বলে দিলেন এবং জবাবও বলে দিলেন আর বললেন: হে ইবনে সাকা! আমি তোমার মধ্যে কুফরির আগুন প্রজ্জ্বলিত হতে দেখতে পাচ্ছি, এরপর তিনি আমার দিকেও ক্রোধের দৃষ্টি দিলেন এবং বললেন: তুমি এটা দেখতে চেয়েছো যে, আমি প্রশ্নের কী জবাব দিই, সুতরাং শোনে নাও তোমার প্রশ্ন এটা আর সেটার উত্তর হলো এটা, (তবে তোমার বেয়াদবি ইবনে সাকার মতো নয় যে, ইবনে সাকা তো কুধারণা করেছিল যে, জবাবই দিতে পারবো না, কিন্তু বেয়াদবি তো তুমিও করেছো আর তোমার এই বেয়াদবির কারণে) আমি তোমার কানের নিম্নভাগ পর্যন্ত দুনিয়া দেখতে পাচ্ছি যে, তুমি দুনিয়াতে কানের নিম্নভাগ পর্যন্ত ডুবে আছো। আমরা দুজনের প্রতি রাগের দৃষ্টিতে দেখা এবং জবাব দেওয়ার পর তিনি তার চেয়ার থেকে দাঁড়িয়ে গেলেন এবং শায়খ আব্দুল কাদির জিলানী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ কে বুকে লাগিয়ে নিলেন এবং খুব স্নেহ ভালোবাসা দিয়ে বললেন: বৎস! আমি দেখতে পাচ্ছি যে, তুমি বাগদাদে মুয়াল্লায় আউলিয়ায়ে কেরামের ইজতিমায় এই ঘোষণা করছো যে, قَدَمِیْ هٰذِهٖ عَلٰى رَقَبَةِ كُلِّ وَلِیِّ الله অর্থাৎ আমার এই কদম প্রত্যেক ওলীর গর্দানের উপর।

হযরত আবু সাঈদ আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ তামিমী শাফেয়ী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: ওই বুযুর্গ যা কিছু বলেছিলেন তা যথাযথ ঘঠেছে। হযরত গাউসে সামদানী, কুতুবে রব্বানী, মাহবুবে হক্কানী, পীরে লা ছানী, কিনদীলে নুরানী, শায়খ আব্দুল কাদির জিলানী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর মর্যাদা অনেক উপরে আশীন হয়েছে এবং ওই সময়টাও এসেছে যখন তিনি মিম্বরের উপর এই ঘোষণা করেছেন যে, আমার এই কদম আল্লাহর ওলীদের গর্দানের উপর এবং প্রত্যেক ওলী গর্দান ঝুকিয়ে দিয়েছেন, সামনে অগ্রসর হয়ে তাঁর কদম

নিজেদের গর্দানের উপর রেখেছেন। যেমনিভাবে মাওলানা হাসান রযা খাঁন رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ বলেন:

سروں پر جسے لیتے ہیں تاج والے　　تمہارا قدم ہے وہ یا غوثِ اعظم

সারো পর জিসে লেতে হেঁ তাজ ওয়ালে
তুমহারা কদম হে ওহ ইয়া গাউসে আযম

(যওকে নাত, পৃ: ১৮৩)

ইবনে সাকা খুব বেশি ইলমে দ্বীন হাসিল করল, অনেক বড় আল্লামা, শায়খুল হাদিস, শায়খুল কুরআন, মুফতি এবং এত বড় মুনাজিরে ইসলাম হয়ে গেল যে, কোনো খ্রিষ্টান এবং ইহুদি তার মোকাবেলা করতে পারতো না, সে ইসলামের ব্যাপারে এত দলিল পেশ করত যে, প্রতিপক্ষ পরাজিত হয়ে যেতো এবং হাঁটু গেড়ে বসে যেতো (অর্থাৎ নত স্বীকার করত), সে সবাইকে হারিয়ে দিতো। এমনকি তার খ্যাতি অন্যান্য দেশেও পৌঁছে গেল, সে ওই সময়কার খলিফার খুব কাছের মানুষও হয়ে গেল, এরপর খলিফা তাকে রোম দেশে পাঠালো, যখন সে রোম দেশে পৌঁছলো এবং সেখানকার বাদশাহর মেহমান হলো তখন সে সেখানকার খ্রিষ্টান পাদ্রীর সাথেও মুনাযারা করলো এবং সবাইকে হারিয়ে দিল।

একদিন ইবনে সাকার দৃষ্টি রোমের বাদশাহর মেয়ের উপর পড়লো, সে তাকে মন দিয়ে বসল এবং তার প্রতি আসক্তি হয়ে গেল, এরপর রাত দিন সে ওই মহিলার প্রেমে মত্ত থাকত, পরিশেষে সে বাদশাহর কাছে বিয়ের প্রস্তাব দিল এবং তার কন্যার ব্যাপারে দাবি করলো, তখন বাদশাহ বলল: এটা কিভাবে হতে পারে, তুমি মুসলমান তাও আবার মুসলমানদের বড় আল্লামা, অথচ আমরা খ্রিষ্টান, আমরা তোমাকে আমাদের মেয়ে দিতে পারি

না, সুতরাং এই কল্পনা অন্তর থেকে বের করে দাও, সে বলল: আমি সেই মহিলাকে ছাড়া বাঁচতে পারবো না, চায় আমাকে যেই কোরবানিই দিতে হোক না কেন। বাদশাহ বলল: যদি তুমি খ্রিষ্টান ধর্ম গ্রহণ করে নাও তবে আমি আমার কন্যাকে তোমার সাথে বিবাহ দেবো, অতঃপর সে প্রেমের হাতে অক্ষম হয়ে গেল, বর্ণিত আছে, কামনা - লালসা বাদশাহদের গোলাম বানিয়ে দেয়। (মুকাশাফাতুল কুলুব, পৃ: ২৫৫)

ইবনে সাকাও কামনা লালসার সামনে অন্ধ হয়ে গেল, ওই মহিলার প্রেমে আবদ্ধ হয়ে নিজের ধর্ম ও ঈমানকে ছেড়ে দিল এবং খ্রিষ্টান ধর্ম গ্রহণ করে তাকে বিয়ে করে নিল। কিছুদিন সে আরাম-আয়েশে জীবন অতিবাহিত করল, অবশেষে তার শরীরে একটি রোগ হলো, যার কারণে তার শরীর পঁচতে শুরু করল, অনেক চিকিৎসা করল কিন্তু ঠিক হলো না এমনকি সে একেবারে ঘাবড়ে (Nervous) গিয়ে বিছানায় এসে গেল আর কিছু করার ছিল না, অতঃপর সমস্ত দরবার তার থেকে মুখ ফিরিয়ে নিল, তার ক্ষত থেকে দুর্গন্ধ আসতে লাগলো, অবশেষে বাদশাহ তাকে উঠিয়ে নির্জন প্রান্তরে পাঠিয়ে দিল। একদিন একজন মুসলমান তার পাশ দিয়ে অতিক্রম করছিল যে তাকে চিনতো, তখন সে বলল: হে ইবনে সাকা! দেখেছো তোমার কী অবস্থা হয়েছে? এখন তো তাওবা করে মুসলমান হয়ে যাও, তখন সে কান্না করতে করতে বলল: এখন আমি কালেমা পড়তে পারি না, ওই গাউসের বদদোয়ার কারণে আমি ধ্বংস হয়ে গেছি, হায়! আমি ওই আল্লাহর ওলীর সাথে বেয়াদবি না করতাম আর আমার ঈমান নষ্ট না হতো, ওই অবস্থায় সে আর্তনাদ করতে করতে কুকুরের চেয়ে মন্দভাবে মারা গেল।

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! বোঝা গেলো, যে আল্লাহ পাকের ওলীদের সাথে বেয়াদবি করে, পরিশেষে ধ্বংসই তাদের তাকদীরে থাকে, শুরুতে বা

বহু বছর পর্যন্ত বুঝতে পারে না, তখন সে মনে করে যে, আমি যা করছি এবং যেই আদর্শের উপর অটল আছি তা সব ঠিক, অথচ এমনটি নয়। আমি (অর্থাৎ আমীরে আহলে সুন্নাত) এই ধরনের অনেক ঘটনা দেখেছি, এই দুনিয়াতে কোন এক যুবক যে খুবই মেধাবী ছিল কিন্তু পরিশেষে (বেয়াদবির কারণে) যুবক অবস্থায় মারাত্মকভাবে পাগল হয়ে গেল।

যখনই ওই যুবক পাগল হয়ে গেল, তার ছোট ভাই আমার কাছে তাবীজ ইত্যাদি নেওয়ার জন্য আসল তখন সে বলল যে, আমার বড় ভাই আমার সামনে আউলিয়ায়ে কেরাম رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِمْ এর সাথে কিছু বেয়াদবি করেছিল, তখন থেকে সে বুঝতে পারেনি যে কী হলো আর সে এমনটি হয়ে গেল, এমন ব্যক্তির আমি কী চিকিৎসা করতে পারি, যাইহোক ওই যুবক ওই রোগাক্রান্ত অবস্থায় মৃত্যুবরণ করল।

মনে রাখবেন! আউলিয়ায়ে কেরামের সাথে বেয়াদবির কারণে দুনিয়াতে তো অপমান আছেই এবং আখিরাতেও অপমান ও অপদস্তা রয়েছে। আল্লাহ পাক আমাদেরকে ওলীদের ভালোবাসায় জীবিত রাখুক এবং আল্লাহ পাক এর পূর্বে আমাদেরকে ঈমানের উপর মৃত্যু দিয়ে দিক যে, আমরা ওলীদেরকে অপমান করবো, আল্লাহ না করুক, আল্লাহ না করুক।

আউলিয়ায়ে কেরামদের সাথে শত্রুতা রাখাঃ

হাদিসে কুদসীতে (ওই হাদিসকে বলা হয় যেটা নবী করীম রউফুর রহীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم বর্ণনা করেছেন কিন্তু কথাটা আল্লাহ রব্বুল আলামীনের) রয়েছে, যে আমার ওলীর সাথে শত্রুতা রাখে (আরেক রেওয়ায়েতে রয়েছে, অপমান করে) আমি তার সাথে যুদ্ধ ঘোষণা করি।

(বুখারী, ৪/২৪৮, হাদিস: ৬৫০২। মু'জামু আউসাত, ১/১৮৪, হাদিস: ৬০৯)

প্রতীয়মান হলো, যে আউলিয়ায়ে কেরাম رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِم এর অপমান করে স্বয়ং আল্লাহ পাক তার সাথে যুদ্ধ ঘোষণা করে এবং নিঃসন্দেহে আল্লাহ পাক যখন কারো সাথে যুদ্ধ ঘোষণা করে দেয় তখন কোন শক্তি তাকে না দুনিয়াতে বাঁচাতে পারে আর না কবর হাঁশরে বাঁচাতে পারে। দেখুন! ইবনে সাকা আল্লাহ পাকের ওলীর সাথে বেয়াদবি করে কুফরি অবস্থায় মৃত্যুর শিকার হয়েছে, তার ইলম, আমল, কর্মকান্ড, কথা বলার ধরন, সর্বোত্তম বক্তৃতাকারী, অন্যতম মুনাযির, অনেক বড় আলিম এবং পরহেযগার হওয়া তাকে বাঁচাতে পারলো না এবং সে অপমানের সাথে মারা গেল।

(ঘটনার তৃতীয় ব্যক্তি) হযরত আবু সাঈদ আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ তামিমী শাফেয়ী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ বলেন: আমি এমন প্রশ্ন করি নাই যে, জবাব দিতে পারবে না, বরং আমার শুধুমাত্র এটার দেখার ছিল যে, কি জবাব দেয়? এটাও এক ধরনের আলিমের সাথে বেয়াদবি। মনে রাখবেন! যদি কোন আলিম আমাদের মাসআলার জবাব দিতে না পারেন তবে কখনোই বলা যাবে না যে, আমরা তার পরীক্ষা নিয়েছি আর তিনি ফেল হয়েছেন, সুতরাং তিনি আলিম নন, যেমন কোন হাফিযে কুরআন তারাবীর নামাযে যদি দু চার আয়াত ভুলে যায় তবে তাকে লুকমা দেয়া হয়, এতে কেউ এটা বলে না যে, সে হাফিয নয় বরং এর দ্বারা উদ্দেশ্য এটাই যে, সেই সময় ওই আয়াতটি তার স্মরণে ছিল না। বুঝা গেল যে, ওলামায়ে কেরামের কাছ থেকে পরীক্ষামূলক মাসআলা জিজ্ঞাসা করা উচিত নয়, তবে হ্যাঁ, যদি প্রয়োজনে জিজ্ঞাসা করে তবে সেটা ভিন্ন কথা অথবা কোন বড় আলিম কোন আলিমের কাছ থেকে পরীক্ষা নেয় যেমন পরীক্ষা (Exam) নেওয়া হয়। এটা দ্বারা সেটা উদ্দেশ্য নয়, বিনা প্রয়োজনে যে চেক করা হয় সেটা করা উচিত নয়।

যাইহোক! আমিও এক ধরনের পরীক্ষা নিতে চেয়েছিলাম, তিনি আমার জন্য এই বদ দোয়া দিয়েছিলেন যে, আমি দুনিয়া তোমার কানের নিচ পর্যন্ত দেখতে পাচ্ছি, অতঃপর আমাকে সুলতান নুরুদ্দিন জঙ্গী দোস্ত শহীদ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ ওয়াকফ মন্ত্রণালয় (ধর্মীয় সম্পদ) এর মন্ত্রী বানিয়ে দিলেন, বুঝা গেল মন্ত্রী হওয়া এবং সম্পদ এসে যাওয়া কোন সৌভাগ্যের বিষয় নয় বরং অনেক বড় মুসিবত। হযরত আবু সাঈদ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: ফলশ্রুতিতে দুনিয়া সর্ব দিক দিয়ে আমার উপর এসে পড়লো, অঢেল ধন-সম্পদ আমার গলায় এসে পড়লো এবং আমি অনেক বড় ধনী হয়ে গেলাম, এইভাবে ওই বুযুর্গ গাউস رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর কথা পুরোপুরি সত্য হলো, দুনিয়া আমার কান পর্যন্ত এসে গেল। (বাহজাতুল আসরার, পৃ: ১৯)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আমি আপনাদেরকে যা বলছি তা কুরআন ও হাদিসের আলোকে বলছি, কুরআনে পাক আমাদেরকে একেবারে স্পষ্টভাবে বুঝাচ্ছে যে, যেমনিভাবে সূরা তাকাসুরে আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন:

اَلْهٰىكُمُ التَّكَاثُرُ ۙ﴿۱﴾ حَتّٰى زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ ؕ﴿۲﴾ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُوْنَ ۙ﴿۳﴾ ثُمَّ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُوْنَ ؕ﴿۴﴾ كَلَّا لَوْ تَعْلَمُوْنَ عِلْمَ الْيَقِيْنِ ؕ﴿۵﴾

(পারা: ৩০, সূরা: তাকাসুর, আয়াত: ১-৫)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: তোমাদেরকে উদাসীন করে রেখেছে সম্পদের অধিক কামনা। যেই পর্যন্ত তোমরা কবরসমূহের মুখ দেখেছো। হ্যাঁ, হ্যাঁ, শীঘ্রই জেনে যাবে। অতঃপর হ্যাঁ, হ্যাঁ, শীঘ্রই জেনে যাবে। হ্যাঁ, হ্যাঁ, যদি ইয়াকীন এর জানা জানতে তবে সম্পদের মোহ রাখতে না।

টাকাকে চুম্বন করা কেমন?

বাস্তবিকই আজ যদি কাউকে টাকা দেওয়া হয় তবে সে চুম্বন করে চোখে লাগায় এবং খুশি হয়ে যায়, আমি সেটাকে আশ্চর্যের সাথে দেখি যে, অবচেতনে শয়তানের পথের উপর আমল করছে। সম্পদের ভালোবাসায় মত্ত থাকা ব্যক্তিরা কান খুলে শোনো, বর্ণিত রয়েছে: যখন দিরহাম ও দীনার তৈরি হলো তখন সর্বপ্রথম শয়তান সেটাকে উঠিয়ে নিজের কপালের উপর রাখলো এরপর সেটাকে চুম্বন করলো আর বলল: যে এগুলোকে ভালোবাসলো সে আমার গোলাম। **(ইহইয়াউল উলুম, ৩/২৮৮)**

দূভার্গ্যবশত এখন এই দুনিয়াতে ইবলিসের গোলামের সংখ্যা কম নয়। আজকাল প্রত্যেকেই সম্পদকে ভালোবাসে, আমিও আমার অন্তরে সম্পদের ভালোবাসা অনুভব করি, আল্লাহ চাহে তো বের হয়ে যাক। আজ লক্ষ লক্ষ মানুষের মাঝে দুই একজন হবে, কবরে হবে অথবা মাযারে চলে গেছেন যারা সম্পদকে ভালোবাসতো না অন্যথায় বাজারে সম্পদের অমুখাপেক্ষী ব্যক্তি দেখা যায় না, হ্যাঁ, যাকে আল্লাহ পাক বাঁচিয়ে রাখেন উদাহরণস্বরুপ আউলিয়ায়ে কেরাম رَحۡمَۃُ اللهِ عَلَيۡهِمۡ প্রমুখগণ আল্লাহ পাক তাঁদেরকে সম্পদ থেকে দূরেই রেখেছেন, যেমনিভাবে

বর্ণিত আছে: কিয়ামতের দিন দুনিয়া অপদস্ত হয়ে আরজ করবে, হে আল্লাহ! আমাকে সবচেয়ে কম নেককার ওলীকে পুরুস্কার হিসেবে দিয়ে দাও, তখন আল্লাহ পাক ইরশাদ করবেন: অপদস্ত দূর হও, যেখানে আমি দুনিয়াতে তাঁকে তোমার থেকে বিমুখ ও দূরে রেখেছি তো আখিরাতে আমি কিভাবে তোমাকে তার গলায় দিতে পারি। **(কুঁতুল কুলুব, ১/৪০৭)**

আফসোস! আজ প্রত্যেকেরই এই দুনিয়াকে মিষ্টি লাগে এবং তারা এই দুনিয়ার পেছনে পুরো জীবন অতিবাহিত করে দেয়, এই বিষয়টাই শিখে, এটাকেই পাওয়ার জন্য আমেরিকা, চায়না, জার্মানী, জাপান এবং দুনিয়ার বিভিন্ন দেশে যায়, এরপর খবরে আসে যে, জাপান থেকে অমুকের লাশ আসছে, অমুকের আমেরিকায় ইন্তেকাল হয়ে গেল, তার লাশ আসছে, দ্বীন ও কুরআন খুব কম লোকই শিখে। সুতরাং যে হারাম উপার্জন করল, নিজের আখিরাত নষ্ট করল, যার দ্বারা আল্লাহ পাক ও তাঁর রাসূল صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم অসন্তুষ্ট হয়ে গেল। আর ঈমান নষ্ট হয়ে গেল তার ব্যাপারে কুরআন বলছে:

كَلَّا لَوْ تَعْلَمُوْنَ عِلْمَ الْيَقِيْنِ ﴿۵﴾
لَتَرَوُنَّ الْجَحِيْمَ ﴿۶﴾
ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِيْنِ ﴿۷﴾

(পারা: ৩০, সূরা: তাকাসুর, আয়াত: ৫-৭)

কানযুল ঈমানের অনুবাদ: হ্যাঁ, হ্যাঁ, যদি ইয়াকীনের জানা জানতে তবে সম্পদের মোহ রাখতেনা। নিশ্চয় নিশ্চয় জাহান্নামকে দেখবে। অতঃপর নিশ্চয় নিশ্চয় সেটাকে ইয়াকীনের দেখা দেখবে।

হে সম্পদের ভালোবাসায় মত্ত ব্যক্তিরা! হে ঘুষের লেনদেনকারীরা! সুদের ব্যবসায়ী! সুদের প্রতিষ্ঠানে সুদ উপার্জনকারীরা! সুদের কাজে সাহায্যকারীরা! দুধে পানি মিশ্রিতকারী! মিথ্যা বলে পণ্য বিক্রেতা! এই আয়াতে মুবারাকায় নিজের পরিণাম দেখে নাও:

ثُمَّ لَتُسْـَٔلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيْمِ ﴿۸﴾

(পারা: ৩০, সূরা: তাকাসুর, আয়াত: ৮)

কানযুল ঈমানের অনুবাদ: অতঃপর নিশ্চয় নিশ্চয় সেদিন তোমাদেরকে নিয়ামতসমূহ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে।

সুতরাং যার বেশি সম্পদ মিলে গেল সেও ফেঁসে গেল যে, পরবর্তীতে তাকে হিসাব নিকাশ দিতে হবে। ধন-সম্পদ খুবই ভয়ানক জিনিস, এটা যত বেশি হবে ততই দুনিয়া ও আখিরাতে পেরেশানী করবে এবং এর ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করা হবে যে, এটাকে সঠিকভাবে কেন ব্যবহার করা হয়নি, যেমন

হযরত সায়্যিদুনা ইয়াহইয়া বিন মুয়াজ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: সম্পদশালী লোকের মৃত্যুর সময় দুটি বিপদ আসে যেটা অন্যের (অর্থাৎ গরীব) নিকট আসে না: প্রথমত হলো তার থেকে সমস্ত সম্পদ ছিনিয়ে নেওয়া হয় এবং তাকে সমস্ত সম্পদের হিসাব দিতে হয়। (মুকাশাফাতুল কুলুব, পৃ: ১৪৪)

মনে রাখবেন! সম্পদ ছিনিয়ে নেওয়া অনেক বড় বিপদ, যখন সম্পদ ছিনিয়ে নেওয়া হয় তখন অনেক বড় কষ্ট হয়, যেমনিভাবে কিছুদিন আগে খবরে এসেছে যে, এক ব্যক্তি লটারি পেয়েছে তো সে খুবই খুশি হলো এবং পুরুস্কৃত টাকা নিয়ে ফিরে যেতে লাগল, পথিমধ্যে একজন পকেটমারের দৃষ্টি তার উপর পড়লো আর সে তার পকেট কাটলো, যখন সে জানতে পারল যে, তার সম্পদ নষ্ট হয়ে গেল খুবই আফসোস হলো, সে চলন্ত ট্রেন থেকে লাফ দিয়ে আত্মহত্যা করল এবং হারাম মৃত্যুতে মারা গেল, দেখলেন তো! নিজের সম্পদ ছিনতাই হলে খুবই কষ্ট হয়।

এটাও মনে রাখবেন যে, সম্পদ ছিনতাই হয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে যথেষ্ট হয়ে গেল না বরং আখিরাতে হিসাবও দিতে হবে। জিজ্ঞাসা করা হবে সম্পদ কোত্থেকে উপার্জন করেছো এবং কোথায় খরচ করেছো? যদি সম্পদ হালাল হয় তবে সেটা কেন হালাল পন্থায় খরচ করলে না? অথবা কোত্থেকে উপার্জন করেছো? বা কোথায় কোথায় খরচ করেছো? এটা জিজ্ঞাসা করা হবে আর যদি হারাম হয় তবে কেন উপার্জন করেছো? এখন শাস্তি ভোগ করো, এই কারণে সম্পদ সরাসরি বিপদ।

মনে রাখবেন! দুনিয়াতে যার কাছে নিয়ামত যত বেশি, কিয়ামতের দিন তার জন্য ততই পেরেশানীর কারণ হবে।

নিজের সন্তানদের জন্য কিছু জমা করে দিন!

হযরত মুহাম্মদ বিন কাব আল কুরজী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه এর কোথাও থেকে অনেক সম্পদ এসে গেল, তখন লোকেরা তাঁকে বলল যে, নিজের সন্তানদের জন্য যত্ন করে রাখুন। তিনি বললেন: আমি এটা আমার জন্য আল্লাহ পাকের নিকট জমা করবো এবং আমার রবকে আমার সন্তানদের জন্য রেখে যাবো।

(মুকাশাফাতুল কুলুব, পৃ: ১৪৩)

দেখুন! যেভাবে আজকালের মহিলারা অনেক স্বর্ণ জমা করে, মেয়ের বিবাহ বা বিপদের সময় কাজে আসবে, এরপরও দরিদ্রতা দেখায়, যাকাত দেয় না এবং এই বাহানা দেখায় যে, আমরা কি উপার্জন করি, মনে রাখবেন! যদি কোন মহিলা নিসাব পরিমাণ সম্পদের মালিক হয়ে যায় তবে শর্ত পাওয়া যাওয়ার ক্ষেত্রে তাকে যাকাত দিতে হবে, এতে উপার্জন শর্ত নয়, যেমন কেউ উপহার হিসেবে অনেক সম্পদ দিয়ে দিল এবং এর উপর এক বছর অতিবাহিত হওয়ার পাশাপাশি অন্যান্য শর্তাবলীও পাওয়া যায় তবে তাকে যাকাত দিতে হবে, এমনকি যেসকল লোকেরা নিয়াযের টাকার অংশ বের করে আলাদা করে রাখে এবং কারো কাছে হস্তগত রাখে না তবে সেটাও তার মালিকানায় রয়েছে, সেটাও যাকাতের মধ্যে শামিল হবে। আফসোস! অধিকাংশ লোক আমার কাছে এসে কান্নাকাটি শুরু করে দেয় এবং বলে যে, মেয়ে যুবতী হয়ে গেছে, যদি যাকাত বের করি তবে এটা হয়ে যাবে ওটা হয়ে যাবে।

এর দ্বারা বোঝা গেল সকল চিন্তা আমাদের হাতে। বিশ্বাস করুন! যদি মানুষ দাওয়াতে ইসলামীর প্রকৃত ইসলামের বার্তাকে গ্রহণ করে নেয় তবে সকল সমস্যা সমাধান হয়ে যাবে। ধন সম্পদের ভালোবাসা ছেড়ে দিন, প্রিয় নবী صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সুন্নাতকে আকড়ে ধরুন। ইসলামের মূল্যবান উসুলকে ধারণ করুন, নেককার নামাযী হয়ে যান এবং আখিরাতের চিন্তা করতে থাকলে সকল সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে এবং আমাদের সমাজ এতটাই ঠিক হয়ে যাবে যে, দুনিয়ার কোন শক্তি তার দিকে দৃষ্টি উঠাতে পারবে না। অতঃপর আল্লাহ পাকের গায়েবী সাহায্যও এমনিভাবে আমাদের সাথে থাকবে যেমনিভাবে বদরের ময়দানে এসেছিল যে, একদিকে ৩১৩জন ছিল অথচ তাঁদের সামনে অস্ত্রোধারী এক হাজার (১০০০) সৈন্য ছিল। কুরআনে পাক থেকে প্রমাণিত যে, সেখানে দলে দলে ফেরেশতা অবতরণ করেছিল। কিতাবে রয়েছে, সাহাবায়ে কেরাম رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُمْ এর বর্ণনা, তাঁরা বলেন: বদরের ময়দানে আমরা মারার জন্য তরবারি উঠাতাম, এর আগেই সেটা তাদের গর্দানে পৌঁছে যেত, স্বয়ং গর্দান কেটে নিচে পড়ে যেত, এর দ্বারা বুঝা যায় যে, তা ছিল ফেরেশতাদের তলোওয়ার।

(শরহুয যুরকানি আলাল মাওয়াহিব, ২/২৯২)

দূর্ভাগ্যবশত আজ প্রত্যেক ঘরে সিনেমা-নাটক দেখা হয়, আমাদের প্রকৃত ইসলামে কুরআন ও হাদিস এবং বুযুর্গানে দ্বীন رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْهِمْ এর কিতাবে সিনেমা-নাটক, গান-বাজনা, নগ্নতা, ভোগ বিলাস ও অশ্লীলতার কোন সুযোগ নেই, প্রকৃত মাদানী ইসলাম যেটা মাদানী আকা صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم নিয়ে এসেছেন এবং যে সিনেমা-নাটক, সকল ধরনের মন্দতা এবং আবর্জনা থেকে পবিত্র সেটাকে গ্রহণ করা উচিত, আল্লাহ চাহে তো আমাদের স্বচ্ছ ও পবিত্র ইসলাম সহজলভ্য হয়ে যাবে। খোদার কসম! আজ যদি আমাদের প্রকৃত

ইসলাম সহজলভ্য হয়ে যায় তবে পুনরায় ওই ঈমানী শক্তি অর্জন হতে পারে যেটা শত্রুদের পরাজিত করতে পারে। ইতিহাস সাক্ষী আমাদের পূর্ববর্তী বুযুর্গগণ তাঁদের ঈমানী শক্তির মাধ্যমে বড় বড় শত্রুদের পরাজিত করেছেন।

হত্যার ইচ্ছায় আসা ব্যক্তি মুসলমান হয়ে গেল

হযরত খাজা গরীবে নেওয়াজ মঈনুল হক ওয়াদ দ্বীন হাসান সানজারি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর দরবারে এক ব্যক্তি ছুরি নিয়ে আসলো, তার এই ইচ্ছা ছিল যে, সে যেকোনো উপয়ে তার কাজ সম্পন্ন করবে, তিনি তার দিকে মুমিনসুলভ দৃষ্টিতে তাকালেন (হাদিস শরীফে রয়েছে: মুমিনের অন্তরদৃষ্টিকে ভয় করো কারণ তারা আল্লাহর নুর দ্বারা দেখে।) (মু'জামু আউসাত, ২/২৭১, হাদিস: ৩২৫৪) এবং তার ইচ্ছা সম্পর্কে জেনে নিলেন, এরপর তিনি বললেন: আমি উপস্থিত, তাড়াতাড়ি ছুরি বের করো এবং তোমার কাজ সম্পন্ন করে নাও, এটা শুনে সে থরথর করে কাঁপতে লাগল যে, তিনি কিভাবে জানতে পারলেন এবং তার উপর এতটাই প্রভাব পড়লো যে, সে তাঁর কদমে লুটিয়ে পড়লো, ওই ছুরিটিও তাঁর কদমে রেখে দিলো এবং বলতে লাগল: আমি আসলেই হত্যার উদ্দেশ্যে উপস্থিত হয়েছিলাম, এখন এর শাস্তি হলো এটাই যে, আপনি এই ছুরি দিয়ে আমাকে যবেহ করে দিন, তখন তিনি বললেন: আমাদের ইসলাম আমাদেরকে এই শিক্ষা দেয় না, আমরা ইটের জবাব পাথর দ্বারা নয় ফুল দ্বারা দিয়ে থাকি। সে এতটাই প্রভাবিত হলো যে, মুসলমান হয়ে তাঁর মুরিদ হয়ে গেল। (মিরাতুল আসরার (অনুবাদকৃত), পৃ: ৫৯৮)

এখন তোমাকে কে রক্ষা করবে?

এমনিভাবে প্রিয় নবী রাসূলে পাক صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم একবার গাছের নিচে বিশ্রাম করছিলেন, এক ব্যক্তি খারাপ উদ্দেশ্যে তরবারি নিয়ে এসে গেল, রাসূলে পাক صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর চোখ খুলে গেল। সে বলতে লাগল: হে মুহাম্মদ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ! এখন তোমাকে আমার কাছ থেকে কে রক্ষা করবে? তিনি বললেন: আল্লাহ পাক! সে তিনবার জিজ্ঞেস করল, তিনি তিনবারই আল্লাহ পাকের নাম নিলেন, যেইমাত্র এই মহান নাম মুবারকের প্রভাব পড়লো তখন ওই কাফেরের মাঝে কম্পন সৃষ্টি হয়ে গেল এবং তার হাত থেকে তরবারি পড়ে গেল, রাসূলে পাক صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তরবারি নিয়ে নিলেন এবং বললেন: এখন তোমাকে কে বাঁচাবে? সে একেবারে ভয় পেয়ে গেল, অতঃপর তিনি তাকে ক্ষমা করে দিলেন, তাঁর এই আচরণ দেখে সে মুসলমান হয়ে গেল। (বুখারী, ৩/৫৯, হাদিস: ৪১৩৫)

দেখুন! এখনো যদি আমরা সঠিকভাবে আল্লাহ পাক এবং তাঁর রাসূল صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর উপর ভরসা করি এবং তাঁর দয়ার আঁচলে শামিল হয়ে যায় তবে আজও আমাদের ঈমান পরিপূর্ণ হয়ে যাবে, চতুর্দিকে যে বিপদের মেঘ ঘুরছে তা সব ছুটে যাবে, অন্ধকারের মেঘ ময়লার মতো ফেঠে যাবে, মদীনায়ে পাকের নূরের তাজাল্লী আমাদের অন্তরের উপর বসে যাবে এবং আমাদের অন্তর সেটার ফয়েয প্রাপ্ত হবে اِنْ شَآءَ الله। বিশ্ব সম্প্রদায় এর মাধ্যমে ঝলমল করে উঠবে, সুখ ও প্রশান্তি ছড়িয়ে পড়বে, মদীনার প্রশান্তি নাযিল হবে এবং اِنْ شَآءَ الله রহমত আর রহমতই নাযিল হবে, কমপক্ষে এই প্রতিজ্ঞা করে নিন যে, আজকে থেকে কখনো নামায ছাড়বো না এবং দাড়িও কাটবো না।

মনে রাখবেন! জীবনের কোন ভরসা নেই, যেমনিভাবে একটি পত্রিকায় এসেছে:

জালালপুর ঝাট্টা (পাঞ্জাব,পাকিস্তান) এর নিকটে একটি গ্রামে দুই ভাইয়ের একদিনের ব্যবধানে বিয়ে ছিল, বড় ভাইয়ের বিয়ে হয়ে গেল, এর পরের দিন ছোট ভাইয়ের বিয়ে ছিল, অতঃপর আগের দিন বড় ভাই এবং অন্যান্য আত্মীয়-স্বজন ছোট ভাইয়ের বারাত নিয়ে বিয়েতে অংশ গ্রহণের জন্য বাসে রওয়ানা হলো, বাস তার গতিতে চলছিল হঠাৎ গোজরা নাওয়ালার নিকটে কামোনি্ক রোডের উপর বিবেকে না আসা এক আশ্চর্যকর দুর্ঘটনা ঘটলো, বাসের দরজা খুলে গেল আর ওই বড় ভাই যার গতকালই বিয়ে হয়েছিল, বেচারা চলন্ত বাস থেকে পিছলে পড়ে গেল এবং বাসের টায়ার তার উপর দিয়ে চলে গেল, সে গুরুতর আহত হল, মানুষ দৌড়াতে দৌড়াতে আসলো এবং তাকে গুরুতর আহত অবস্থায় উঠিয়ে হাসপাতালে নিয়ে গেল। বরযাত্রী সামনে অগ্রসর হয়ে কমিউনিটি সেন্টার পৌঁছে গেল এবং বিয়ের প্রস্তুতি শুরু হয়ে গেল, এইদিকে বেচারা হাসাপাতালের বিছানায় পড়ে আছে অপরদিকে তার ছোট ভাইয়ের বিয়ের প্রস্তুতি হয়ে গেল, এই সময়ে হাসপাতাল থেকে খবর আসলো যে, বরের বড় ভাই হাসপাতালে মারা গেছে। পুরো বিয়ের অনুষ্ঠানে দুখের ছায়া নেমে আসলো এবং বিয়ে বন্ধ হয়ে গেল। যখন ওই বড় ভাইয়ের নব বধু এই সংবাদ শুনলো সে তার জ্ঞান হারিয়ে ফেললো, তার মানসিক ভারসাম্য নষ্ট হয়ে গেলা এবং সে পাগল হয়ে গেল, দেখতে দেখতে খুশিতে সাজানো পরিবেশ বেদনায় ডুবে গেল।

গাউসে পাক رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ বলেন: অনেক কাফন ধৌত করে প্রস্তুত রাখা হয় কিন্তু কাফন পরিধানকারী বাজারে ঘুরাফেরা করছে। অনেক লোক এমন

হয়ে থাকে যে, তার কবর খনন করে রাখা হয় কিন্তু তাতে দাফন হওয়া ব্যক্তি আনন্দ উল্লাসে মত্ত থাকে। (গুনিয়াতুত তালেবীন, ১/৩৪৮)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আজ আপনি যে প্রকল্পের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করছেন এবং যার একটি চমৎকার মডেলও তৈরি করা হয়েছে, কে জানে তা দেখার সৌভাগ্য আর হবে কি না, তার আগেই হয়তো কবর খুঁড়ে তৈরি হয়ে গেছে। কত যুবক বেচারা বিয়ের ইচ্ছা নিয়ে মারা যায়, এইভাবে প্রতিদিন পত্রিকায় আসে যে, বিয়েতে ব্যর্থতার কারণে কত ছেলে এবং মেয়েই না আত্মহত্যা করে বসে। অতএব ভালো কাজে দেরী করবেন না, যা করার আজই করুন। আজকের কাজ আগামী কালের জন্য ফেলে রাখবেন না, আগামীকাল অন্য কাজ থাকবে। সুতরাং আজকে যা করার করে নিন এবং এখনই করে নিন, বলা হয়ে থাকে যে, নেকীতে দেরী করা উচিত নয়, যখনই নেকী করার নিয়ত করবেন তাড়াতাড়ি করে ফেলুন, উদাহরণস্বরুপ নামাযের সময় হয়ে গেলে তাড়াতাড়ি পড়ে নিন, নামাযের চেয়ে বড় কোন গুরুত্বপূর্ণ কাজ নেই, নামাযে কখনোই অলসতা করবেন না, এটা আল্লাহ পাকের হুকুম, ব্যস! এই মানসিকতা বানিয়ে নিন যে, পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়তে হবে এবং এই অঙ্গীকারও করে নিন যে, আজকে থেকে اِنْ شَآءَالله অলসতা করবো না। ফজরের সময় ঘুমিয়ে থাকবো না এবং কোন নামায বর্জন করবো না, অনুরূপভাবে মুখে প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সুন্নাত দাড়ি শরীফও সাজাবো।

دامنِ مصطفٰے سے جو لپٹا یگانہ ہوگیا　　جس کے حُضور ہوگئے اس کا زمانہ ہوگیا

দামানে মুস্তফা সে জু লিপ্টা ইয়াগানা হো গেয়া
জিস কে হুযুর হো গেয়ে উস কা যামানা হো গেয়া

মনে রাখবেন! দাড়ি মুন্ডানোও হারাম এবং কেটে এক মুষ্টি থেকে ছোট করে রাখাও হারাম। (ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ২২/৫৭১-৫৭২) সুতরাং যত ঝড় তুফান আসুক দাড়িকে আকড়ে ধরে রাখুন اِنْ شَآءَالله সকল দুখের ছায়া দূর হয়ে যাবে। ঘরের পেরেশানী দূর হয়ে যাবে, যদি পরিবারের লোকেরা নিষেধ করে তবে তাদের সাথে তর্ক - বিতর্ক করবেন না। কারণ যদি আপনি তাদের সাথে তর্ক-বিতর্ক করেন এবং দলিল দেন তবে হতে পারে তারা আরো বেশি বিগড়ে যাবে। সুতরাং চুপ হয়ে যান, কারো সাথে আলোচনা করবেন না। এর দ্বারা اِنْ شَآءَالله সকল সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে। এমন অনেক পরিবার আছে যাদের পূর্বে থেকে দাড়ি এবং পাগড়ী ইত্যাদির প্রতি এলার্জি হতো, এখন اَلْحَمْدُ لِله তারা বয়ান শুনে ঠিক হয়ে গেছে। সুতরাং আপনি বুঝাতে পারছেন না কোন অসুবিধা নেই, মুহাব্বত দিয়ে তাদেরকে বয়ান শুনতে রাজি করান, শুনে নিলে اِنْ شَآءَالله ঠিক হয়ে যাবে।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب ❁❁❁ صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

সূচিপত্র

আত্তারের দোয়া: ১
দুরুদ শরীফের ফযিলত ১
বেয়াদবির শাস্তি..................২
আউলিয়ায়ে কেরামদের সাথে শত্রুতা রাখা:.................. ৬
টাকাকে চুম্বন করা কেমন?.................. ৯
নিজের সন্তানদের জন্য কিছু জমা করে দিন! ১২
হত্যার ইচ্ছায় আসা ব্যক্তি মুসলমান হয়ে গেল ১৪
এখন তোমাকে কে রক্ষা করবে?..................১৫

আগামী সপ্তাহের পুস্তিকা

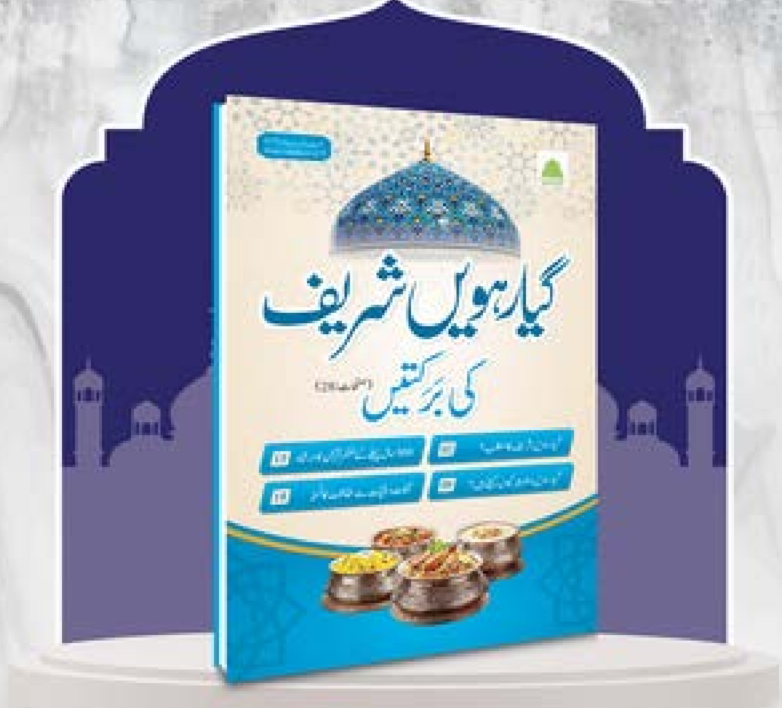

মাকতাবাতুল মদীনার বিভিন্ন শাখা

হেড অফিস : ১৮২ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। মোবাইল: ০১৭১৪১১২৭২৬

ফয়যানে মদীনা জামে মসজিদ, জনপথ মোড়, সায়েদাবাদ, ঢাকা। মোবাইল: ০১৯২০০৭৮৫১৭

আল-ফাতাহ্ শপিং সেন্টার, ২য় তলা, ১৮২ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। মোবাইল ও বিকাশ নং: ০১৮৪৫৪০৩৫৮৯

কাশারীপট্টি, মাজার রোড, চকবাজার, কুমিল্লা। মোবাইল: ০১৭৯৪৭৮১৩২৬

E-mail: bdmaktabatulmadina26@gmail.com, banglatranslation@dawateislami.net, Web: www.dawateislami.net